মৌ দাশগুপ্ত

পুনরাবৃত্তি

একা একা ঝরে যাচ্ছিল আশ্বিনের শিশির অশ্রুর মত,
সবুজ ঘাসগুলো আপ্রান চাইছিল
বেআব্রু মেয়ের লাশটায় একটা চক্ষুলজ্জার আবরণ দিতে।
যেখানে এক বিকৃতমানুষের খর্বুটে আঙুলের নখে, দাঁতে, লুকানো
বিপুল কামনারা স্বেদ রক্ত বীর্য্য মেখে সোচ্চারে জেগে আছে।
আর, অদ্ভুত শূন্যতা এসে স্তুপাকার হয়ে আছে নিস্পৃহ কাঁচের মত চোখে।

আমি মেয়েটিকে তেমন চিনতাম না...
একদিন যেন দেখেছিলাম কুয়াশামোড়া নদীর তীরে,
বৈশাখী দুপুরে ঘেমে নেয়ে আম কুড়াতেও দেখেছি,
শ্রাবণসন্ধ্যায় দেখেছি একা একা বৃষ্টির ফোঁটা গুনতে।
আশ্বিনের সকালে শিউলি কুড়াতেও দেখেছে কেউ কেউ।
এই গতকালও ওকে কেউ কেউ নাকি দেখেছিল
বাড়ি থেকে টিউশন পড়তে যাবার পথে নিচু চোখে হেঁটে যেতে...

আজ সেই একই রাস্তা ধরে যখন
একা-একা সেই ধর্ষক ভাইয়ের বোনটি, ধর্ষক বাপের মেয়েটি,
টিউশন পড়তে হেঁটে যায় নিচু চোখে;
চিবুকের নিচে ঘাম হয়ে কুয়াশা নিবিড় হয়,
শিথিল বেণীতে তার হাঁটায় আরেকটু ছন্দ জাগে,
তখন, একটু দূরে, গোপণ দর্পণে লোভ চকচকে চোখে আকন্ঠ তৃষ্ণায়
সাপের মত চেরা জিভে চেটে তৈরী হয় আরেক নষ্টপুরুষ।
সময়ের সাথে বদলায় ঘাতকাস্ত্র, ভোগীর মুখ, উৎসর্গের প্রকরণ,
যপকাষ্ঠের বলিই শুধু বদলায় না।

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণভাবিনী, রমাবাঈ ও সুতপাদির জন্য

আগুনের বেড়া চারপাশে
সে-আগুন পার হয়ে আসে
পুরুষবন্ধুরা দলে দলে
ভালোবাসে, খুব ভালোবাসে
তারা সব সোনার অঙ্গুরি
বাঁকা হোক, কলঙ্ক ধরে না।
সেই ঘর। ডাইনির ঘর
আধখানা কুয়াশায় ঢাকা
সেইখানে লোহার কটাহে
পুড়ে যায় প্রথাভাঙা ডানা
দু-একটি কী করে যে বাঁচে
ওরা পাখি হয়ে উড়ে যায়
সেখানে শীতের অবেলায়
কুপি জ্বেলে রেখে একা মেয়ে
চুপিচুপি ছেলেপুলে নিয়ে
ক-অক্ষর শেখাতে বসেছে

তারপর যুদ্ধ শেষ হলে
ফিরে আসি ঘরে, কোন ঘরে?
মনে রাখি চিঠিপত্র আর
নারী-স্বাধীনতা, সেমিনার
মনে রাখি পদবীবিহীন
ঝকঝকে ভোরবেলাটিতে
রৌদ্রে নিজেরই পাতা হাতে
হাত রেখেছিলাম আমার

নিজস্ব আলো

রঞ্জনা রায়

জলন্ত আগুনের নিবিড় আলিঙ্গনে ধরা দিতে না পেরে
নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় আমি লাল হয়ে যাই।
বিসর্জনের বিকেলে ঢাকের ছন্দে সিঁদুর খেলায় মেতে,
এক প্রতারিত সাজে লাল হয়ে যাই।
লাল হয়ে যাই প্রতিনিয়ত আমার সুখের ঘরে
এক দ্বিচারী সত্ত্বার ব্যাভিচারে
যৌবনের নান্দীপাঠে নদী মিশেছিল সাগরের বুকে,
প্রেম ছিল সেই পুজোর উপচারে।
বাঁকে বাঁকে বয়ে চলে নদী, পলি জমে,
হারায় স্রোত, বুকে ক্ষত বালি আর কাঁটাতারে
লাল হয়ে যাই সংসার যাপনে, বালিশ তোষক
থালা-বাটি শ্যাওলামোড়া চোরাকুঠুরীর অন্ধকারে।
কোন কে সর্বংসহা সীতা দিয়েছিল অগ্নিপরীক্ষা
এক নিঃস্পৃহ খন্ডিত মানুষের সম্মানে,
রাবণদের হিংস্র লোলুপতা আর স্বামীত্বের আস্ফালন
দাঁড়িপাল্লায় সবই সমান ওজনে।

সত্যের ছলনায় বিশ্বাসের অঙ্কুর বন্যায় ভাসে
লাল হতে হতে আজ ভাবি
আমার বাঁচার অধিকার একান্তই আমার হাতে
আমার নিজস্ব নির্জন দ্বীপে, নিজস্ব আলোর আশ্বাসে।।

দ্বিচারিতা

স্বাগতা ভট্টাচার্য্য

সূর্যের আলোয় কোলাহলমুখর শহরতলী রাতের অন্ধকারে
ঘুমিয়ে আছে নিশ্চিন্তে নীরবে
অতল সমুদ্রের প্রশান্তি বিরাজমান তার মুখে
সেই নিশ্চিন্তিপুর থেকে বহুদূরে তোমার সুসজ্জিত বাংলোয়
চলছে শিকারে মত্ততা
প্রত্যন্ত কামিনবস্তি থেকে তুলে আনা মেয়েটির নগ্ন দেহ
ঝলসে উঠছে তোমার ফায়ার প্লেসের আগুনে।
লোলুপ দৃষ্টি ধারালো নখ আর তীক্ষ্ণ দাঁতের আঁচরে
তুমি তার দেহের প্রতিটি ভাঁজ দিচ্ছো চিঁরে
ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে নারীত্ব রক্তাক্ত হচ্ছে মানবিকতা
অথচ দিনের আলোর উজ্জ্বলতায় পাখির কূজন গীতিতে মুখরিত পৃথিবীতে
সেই তুমিই নারীর সৌন্দর্য নিয়ে রচনা করেছ কবিতা
তোমার উদাত্ত বক্তৃতায় ধ্বনিত হচ্ছে মানবিকতার বানী
দেখো তবু বেঁচে আছি আমি
তোমার এই দ্বিচারিতাতেও মৃত্যু হয়নি আমার